মোক্ষলাভের জন্য যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা পুরাণে ও তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মহাপ্রাণ ঋষিগণ ঐ সকল নাম প্রকাশ করিবার সময় সগুণ ব্রহ্মের ভাবই উহার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা ঐ পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেরই দুই চারিটী নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনা করিব।

(১) সূর্য্য—যিনি গমন করেন, যাঁহার গতিদ্বারা দিবা হয় অর্থাৎ জগৎ আলোকিত হয়, প্রকাশিত হয়; ব্রহ্মই জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং মোক্ষের জন্য যে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত হইয়াছে তিনি ব্রহ্মই।

সবিতা—জগতের প্রসবকারী। জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই সবিতা। বেদ বলেন ভূত সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে ও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে তিনিই ব্রহ্ম। এই হেতু "সবিতা" শব্দ ভূতগণের উৎপত্তির দিক দিয়া ব্রহ্মেরই অবস্থা-বিশেষ বুঝাইতেছে।

(২) শিব—যিনি শুভজনক, যিনি মঙ্গলময়, তিনিই শিব। প্রকৃত শুভ বা প্রকৃত মঙ্গল যদি কিছুতে থাকে তবে তাহা ব্রহ্মেই আছে। ব্রহ্মের উপাসনায় পরম-মঙ্গলরূপ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, অতএব "শিব" শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়।

মহাদেব—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি মায়োপহিত-ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে সকল দেবতার মূলস্বরূপ তিনিই মহাদেব, তিনিই দেবাদিদেব, অতএব ব্রহ্ম।

ত্রিপুরারি—(পুর শব্দে দেহ বুঝায়।) জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই ত্রিপুর বা তিনপুর, অর্থাৎ যাঁহাকে ভজন করিলে জীবের ত্রিবিধ

দেহ নষ্ট হওয়ায় মুক্তি লাভ হয়। সাধকের ত্রিবিধ-দেহ-নাশের উপায়-ভূত তত্ত্বজ্ঞানই ইঁহার ত্রিশূলনামক অস্ত্র।

(৩) আদ্যাশক্তি বা ভগবতীর নাম, যথা,—দুর্গা, তারা, জগদ্ধাত্রী, কালী, ইত্যাদি।

দুর্গা—"দুর্গ" শব্দে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম্ম, দুঃখ, শোক, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় বুঝায়। এই সমুদায় যিনি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা (১)। যাঁহার কৃপায় জীবের দুর্গতি অর্থাৎ ভবরোগ দূর হয় তিনিই দুর্গা। দুঃখে যাঁহাতে গমন করা যায়, কঠোর তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনি দুর্গা।

তারা—যাঁহার উপাসনা করিলে জীব তরিয়া যায়, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তারা। "তার" শব্দে ব্রহ্মবীজ বা ওঙ্কার বুঝায়, সুতরাং তারা অর্থ ব্রহ্মময়ী।

জগদ্ধাত্রী—জগতের ধাত্রী অর্থাৎ পালনকর্ত্রী; যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে।

কালী—কালেরও কলন অর্থাৎ সংহার করেন যিনি, কালও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই কালী।

এই সকল নামই ব্রহ্মের আদি শক্তি প্রকাশ করিতেছে। শক্তি-মানকে শক্তি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নয়, আবার শক্তিকে না ধরিলে শক্তিমান ব্রহ্মের অনুমান করাও অসম্ভব, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। এই হেতু এই সকল নামেও সেই সগুণ ব্রহ্মবস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

(১) "দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
দুঃখে শোকে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ॥"

(৪) বিষ্ণু—যিনি অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (১)।

নারায়ণ (২)—নার অর্থাৎ জল, কারণ-বারি (cause), মায়া, তাহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, অতএব ব্রহ্ম। অথবা "নার" শব্দে নরসমূহ বুঝায়, নরসমূহের বা জীবগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যিনি তিনি নারায়ণ।

কৃষ্ণ—"কৃষ্" ধাতুর অর্থ আকর্ষক সত্ত্বা এবং "ণ" অর্থ নির্বৃতি বা আনন্দ, সুতরাং "কৃষ্ণ" অর্থ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

হরি—যিনি ভক্তের সমস্ত তাপ হরণ করেন অর্থাৎ ভক্তকে পরা-শান্তি-রূপ মোক্ষ দান করেন, অথবা যিনি মহাপ্রলয়ে সমস্ত হরণ করেন অর্থাৎ আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন।

(৫) গণপতি, গণেশ—গণসমূহের অর্থাৎ দেবগণ, নরগণ রাক্ষসগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, বৃক্ষগণ ইত্যাদি সমুদায় গণের (এক কথায় সমস্ত ভূতের) পতি বা ঈশ্বর তিনিই গণেশ, অতএব ব্রহ্ম।

এই প্রকারে আমরা সূর্য্য, শিব, কালী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান, পূজা, স্তব এবং ঐ সকল দেবতার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মিলাইয়া দেখিতেছি যে, এ সকল একই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। এই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লাভ করাই চিরশান্তি ও পরম আনন্দ লাভের একমাত্র উপায়। বাহ্য পূজাদির দ্বারা অনেকের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, এবং তখন ঐ সকল স্থূল বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। কিন্তু ইহা সুদীর্ঘ-সময়-

---

(১) 'বেবেষ্টি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ।'

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৯।৪।

(২) আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।

অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ বিষ্ণুপুরাণম্।

সাপেক্ষ। এজন্য স্থূলবুদ্ধি সাধকদিগকে উপদেশ দ্বারা ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য, নচেৎ অধিকাংশ লোকই পরা শান্তির পথ হইতে দূরে পড়িয়া থাকিবে।

এই অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ; তিনি স্বরূপে নির্গুণ, লীলায় সগুণ। সাধককে স্তরে স্তরে উঠাইয়া চরম সত্য নির্গুণতত্ত্বে পৌঁছানই হিন্দু-ধর্ম্মের লক্ষ্য। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম ও রূপের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না থাকিয়া, মূল ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলেই ভেদজ্ঞান ও বিবাদের কারণ দূরীভূত হইবে, এবং সাধনার পথ সরল ও সুগম হইয়া আসিবে।